কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ......

দিলমনোয়ারা মনু

একুশের পথ ধরে বাংলার নারীদের নিরন্তর এগিয়ে চলা

একুশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বইমেলা, নবীন ও প্রবীণদের একুশের চেতনাসমৃদ্ধ লেখা আমাদের দেশের সাহিত্যচর্চার অঙ্গনকে প্রতিনিয়তই আলোকিত করে চলেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির সহায়তায় অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বইমেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে নিঃসন্দেহে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়, সংস্কৃতি বিকাশেরও অপরিহার্য অংশ। সারা বছর আমাদের প্রকাশনা শিল্পে যত বই প্রকাশ পায় তার ৮০ শতাংশ বই-ই প্রকাশ পায় এই বইমেলায়। এর মধ্যে প্রবীণ ও নবীন নারীদের বইও থাকে এক উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে। শুধু বাণিজ্যিক কারণে নয়, এই মেলা জাতীয় চেতনার ঐক্যের এক জীবন্ত প্রকাশও বটে। নারী সংগঠন ও নারী প্রকাশকদের অংশগ্রহণ, পুরনোদের পাশাপাশি নতুন নারী লেখকদের বই বিক্রি এবং তাদের নতুন নতুন সৃজনশীল গ্রন্থের প্রচার ও প্রসারেও এই মেলা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে।

নারী প্রকাশক ও নারী লেখকদের এই নিরন্তর প্রচেষ্টা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নারীর যে অবদান তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও শক্তি জোগাচ্ছে। বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তো বটেই, বৃহত্তর, সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এই বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সেই সময়ের এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোর ভেতরে থেকেও ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যার দিক থেকে বিপুল না হলেও ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার নারীদের পক্ষ থেকে ১১ জন নারী পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জোবেদা খাতুন, সৈয়দা শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, রাবেয়া খাতুন, চিত্র বিবি, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, পামসা কাইসার রশীদ, এম এ বিট্টি, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন ও শামসুন্নাহার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী নাদেরা বেগম এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয় এবং পরবর্তী সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। কারাভ্যন্তরে বিচারের প্রহসন বসিয়ে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে সাজাও দিয়েছিল। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রী রওশন আরা বাচ্চু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দাবিতে ধর্মঘট সভা ও মিছিল করেছিলেন। বাংলার দাবিতে সব রকম সামরিক বাধাকে অতিক্রম করে রাজপথে নেমে এসেছিলেন তিনি। যশোরের ভাষা আন্দোলনের শুরু ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকেই। বিএ শ্রেণির ছাত্রী হামিদা রহমান ছিলেন যশোরের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক। ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁর নামেও হুলিয়া জারি হলে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য তিনি পায়জামা-শার্ট পরে মাথায় গামছা বেঁধে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কলেজের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। পুলিশ তাঁকে না পেয়ে রুবী নামের এক ছাত্রীকে গ্রেপ্তার ও গৃহবন্দি করে।

বাগেরহাট কলেজের ছাত্রী হালিমা খাতুন; রাবেয়া বেগম, সেলিমা খাতুন ছাত্রদের সঙ্গে পুরো শহর ঘুরে পিকেটিং করেছেন তখন। পরবর্তী সময়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় পড়াকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রী নাদেরা বেগম সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিন বছর এ কারণে কারাদণ্ড ভোগ শেষে ফিরে এসে নাদেরা বেগম ভাষা আন্দোলনে পুনরায় নেতৃত্ব দেন। জানা গেছে, ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে গোপনে নাদেরা বেগমের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিয়ে একটি চিঠি লিখিয়ে আনেন হালিমা খাতুন। চিঠিতে নাদেরা বেগম লিখেছিলেন—বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটিকে প্রতিহত করার জন্য তোমরা আন্দোলনে যাও। সেই সময় তাঁকে আরো যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁরা হচ্ছেন হালিমা খাতুন, সুফিয়া খান, রওশন আরা বাচ্চু, রোকেয়া বেগম, গুলে ফেরদৌস নূরী, সাফিয়া খাতুন প্রমুখ। শুধু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, তাঁরা আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন।

চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী প্রতিভা মুৎসুদ্দী, তালেয়া রেহমান, শেলী দস্তিদার, প্রণতি দস্তিদার, সুলেখা দে, জওশন আরা রহমান ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আয়োজিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক জোহরা বেগম কাজী অন্য চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়ে আহতদের সেবায় অংশগ্রহণ করেন। ঠিক একই সময় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আয়োজিত নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির বেগম শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের নারী সাংগঠনিক সম্পাদক রোকাইয়া আনোয়ারা জাতীয় পরিষদে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এক জোরালো বক্তব্য রেখে আলোচিত হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে ১৯৪৮ সালে অনন্য অবদান রেখেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেগজাদী মাহমুদা নাসির। বায়ান্নর আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জ মর্গান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম, ইলা বখসী, মনিমালা, হাসিনা রহমান, বেলু বেগম, আয়শা বেগম, ফিরোজা বেগম, রেজিয়া খাতুন, বিজলী বেগম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

ভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাঁরা যে পথ তৈরি করেছিলেন সেই পথ ধরেই সাহিত্যচর্চায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একুশকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে প্রতিবছর পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশের আয়োজন করে থাকে। নারী পত্রিকারও থাকে বিশেষ আয়োজন।

ষাটের দশকে কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া কামাল, কবি জাহানারা আরজু, সায়েমা চৌধুরী, জামান আরা, হোসনে আরা পরবর্তী সময়ে শহীদ কবি মেহেরুন্নেসাসহ বহু কবি একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু কবিতা লিখেছেন। তাঁদের অনুসরণ করে বেগম পত্রিকায় কবিতা লেখায় নিবেদিত হয়েছেন আরো বহু নারী কবি। পরবর্তী সময়ে অনন্যা পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের এই চর্চা আরো সমৃদ্ধ, আধুনিক এবং যুগোপযোগী হয়েছে। মোট কথা, এই দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। শুধু কবিতাই নয় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অর্থাৎ সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শক্তিশালী নারী লেখকদের পাশাপাশি অন্যরাও চর্চার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছেন। শুধু সাহিত্যচর্চাই নয়, মাতৃভাষার চর্চা ও প্রতিষ্ঠার পথ ধরে নারীর জাগরণ ঘটেছে প্রায় সব ক্ষেত্রে। যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, প্রশাসন, সেনা, বিমান, নৌবাহিনী, কৃষি, ব্যবসা, গবেষণা, খেলাধুলা, পর্বতারোহণ কোথায় নেই তারা। সংখ্যা অনুপাতে সমান না হলেও দক্ষতা, মেধার পরিচয় দিয়ে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও আজ তা স্বীকৃত। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে মাতৃভাষা মাধ্যম হিসেবে এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, বায়ান্নর পর দেশের সব আন্দোলনে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেই চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীনতা-উত্তর সব প্রতিবাদ, প্রতিরোধে তারা সোচ্চার। জাতীয় জীবনের সব ক্রান্তিলগ্নে, সমস্যা সংকটে, সহিংসতার বিরুদ্ধে তাদের সাহসী ভূমিকা জাতীয় অগ্রগতিতে এক ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। নারীর যত ক্ষমতায়ন ঘটবে, উৎপাদন ও অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, পুরুষের মতো বাইরের জগৎকে নিজের ভাবতে পারবে, ভাষায় নারী-পুরুষের বৈষম্য তত কমে যাবে। বাংলাদেশ নামক মানচিত্রে নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা পেলে তা সমাজ ও দেশের জন্য যেমন মঙ্গল, তেমনি বাংলা ভাষার জন্যও মঙ্গলজনক। আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা একদিন সে শক্তি অর্জন করবে।

ভাষা আন্দোলন বই প্রকাশে ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নিরন্তর সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আমাদের অহংকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবোধের জাগরণ বেগবান হয়েছে, যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে সব অনিয়ম, অসত্য, অন্যায় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে এবং প্রতিবাদী হতে। একুশ তাই আসলে কোনো নির্দিষ্ট দিবস নয় এক অবিরাম সৃষ্টিশীল ধারারই নাম।

লেখক : সাংবাদিক ও নারী অধিকারকর্মী